শত সীমাবদ্ধতা তবুও

ধীরে ধীরে জমছে মেলা

রিপোর্ট : **আরিফ খান মিরণ**

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনার গহীনে লালিত ও বহুল প্রতিক্ষীত একটি অনুষ্ঠান। আর একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে বইয়ের যে মেলা বসে তাও আমাদের সেই চিরভাস্বর রাষ্ট্রিক চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। এ হিসেবে বলতে গেলে বছর বছর অনুষ্ঠিত এই মেলার গুণমান প্রতি বছর সমৃদ্ধ ও উন্নত হওয়ার কথা, কিন্তু তা হচ্ছে না। বিশেষ করে এবার মেলার স্টল সজ্জার দিকে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সচেতনতার স্বাক্ষর রাখেনি। মেলায় খালি জায়গা খুব সামান্যই আছে। সব জায়গায় স্টলের গাদাগাদি। বাংলা একাডেমীর মসজিদের উত্তর পাশে প্রতিবছরই একটু খালি জায়গা থাকতো। এবার সেখানেও স্টল বসানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, কথা ছিল ছুটির দিনে যেহেতু দর্শনার্থীর সংখ্যা বেশি হয় সেহেতু ঐদিন মেলার মাঝের গেটটা খুলে দেয়া হবে। কিন্তু এখন দেখা গেল এই মাঝের গেটের খালি জায়গাটুকুতেও স্টল বসানো হয়েছে। ফলে ছুটির দিনেও এই পথটি খোলা যাবে না। মাঝের গেটের এই জায়গায় স্টল তৈরি করা হয়েছে মেলা শুরু হওয়ার পরে। এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর সহপরিচালককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, র‍্যাবের কথামতো এবার মেলার মাঝের গেট খোলা হচ্ছে না। এতে নাকি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

১ ফেব্রুয়ারি মেলা শুরু হলেও প্রথম দুদিন মেলা জমেনি। মেলা জমে না ওঠার প্রধান কারণ ছিল তখনও অনেক পুকাশক স্টলের কাজ শেষ করতে পারেননি।

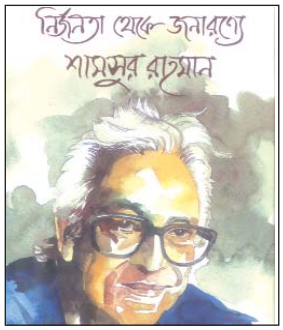

নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ না করতে পারার কারণ জিজ্ঞেস করলে কয়েকজন প্রকাশক জানান, মেলায় লটারির নামে আইওয়াশ করা হয়েছে। লটারির মাধ্যমে যার নামে যে স্টল বরাদ্দ হয়েছে তারাই আবার তালিকা টানানোর পর দেখেন তাদের স্টল নম্বর বদলে গেছে। শুধু তাই নয়, অনেকে যারা ডাবল স্টল পেয়েছিলেন তালিকায় দেখেন তাদের নামে বরাদ্দ হয়েছে সিঙ্গেল স্টল। এভাবে কমপক্ষে ৫০টি স্টল ওলট-পালট হয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে একদল অসৎ ব্যবসায়ী এসব করে বলে অভিযোগ করলেন কয়েকজন প্রকাশক। রাজনৈতিক প্রভাবে যারা স্টল বরাদ্দ পান তারা একাডেমীর ধার্যকৃত টাকাও পরিশোধ করেন না বলে খবর পাওয়া গেছে। ২০০৫ সালের বইমেলার ১০০ স্টলের প্রায় ৭০ হাজার টাকা বাংলা একাডেমীর ফান্ডে জমা পড়েনি। এই ঘটনার তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং সেই কমিটি ১০/১২টি সভাও করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো রিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া এবার মেলার বাজেটও কমানো হয়েছে। গতবারে মেলার বাজেট ছিল ৩২ লাখ টাকা আর এবার কমিয়ে করা হয়েছে ২৬ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। ফলে মেলার সাজসজ্জার এবং দর্শক-ক্রেতাদের সুবিধার দিকে খুব বেশি নজর দিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ।

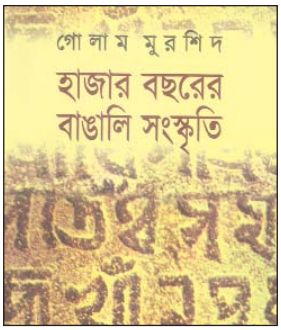

অতিরিক্ত স্টল হওয়ায় মেলা প্রাঙ্গণকে ঘিঞ্জি মনে হয়েছে। একজন দর্শক এবারের মেলাকে 'বইমেলা'র পরিবর্তে 'বইয়ের বস্তি' বলে আখ্যায়িত করলেন। ধুলাবালির সমস্যা এখনো রয়েই গেছে। সন্ধ্যার পর দর্শক-ক্রেতাও বাড়ে, ধুলার পরিমাণও বাড়ে। গত

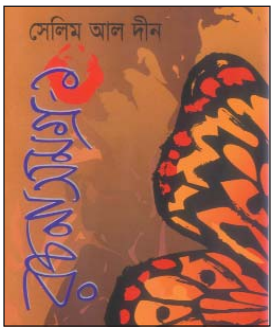

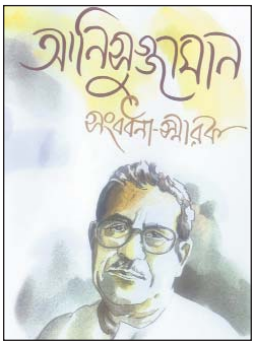

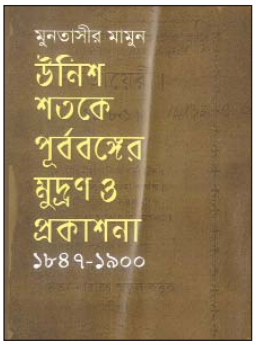

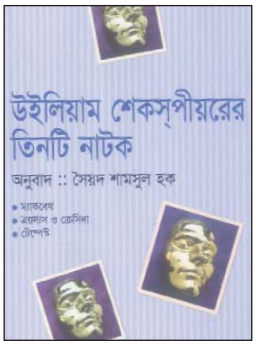

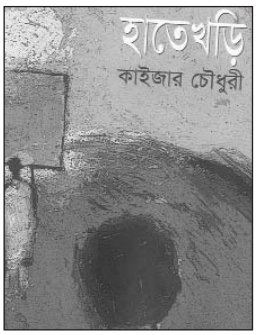

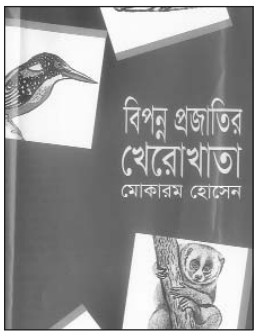

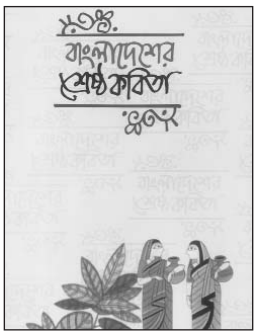

শুক্রবার ছুটির দিন থাকায় প্রচুর লোক সমাগম ঘটে। মেলায় প্রবেশের দুটি লাইনের একটি লাইন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের গেট এবং আরেকটি হাইকোর্টের মাজার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই বিশাল লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার ভয়ে অনেকে মেলায় প্রবেশ না করেই ফিরে যান। এবার মেলা প্রাঙ্গণে দেখা গেল একটি নতুন নামফলক। নামফলকটি উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। সেখানে লেখা আছে 'বাংলা একাডেমী ভবন'। অথচ কথা ছিল এখানে নির্মিত হবে 'একুশে ভবন'। একুশে ভবন কীভাবে 'বাংলা একাডেমী ভবন' হয়ে গেল এর উত্তর জানা যায়নি।

বইয়ের খবর

ঐতিহ্য এবারের মেলায় এসেছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প সংকলন বিপ্রদাস বড়ুয়ার মুক্তিযুদ্ধের গল্প সমগ্র-২, আহমদ রফিকের আত্মজীবনী পথ চলতে যা দেখেছি, পাঁচ নম্বর সেক্টরের একজন মুক্তিযোদ্ধার রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক বই নিজামউদ্দিন লস্করের একাত্তরের রণাঙ্গনে। অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে আছে ব্র্যাডচেরির গল্প-১, আইজাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন, আর্থার সি ক্লার্ক ও রাশিয়ার সায়েন্স ফিকশন। শিশুদের বইরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো কাইজার চৌধুরীর 'হাতেখড়ি', আমীরুল ইসলামের 'পিঁপড়ে' ও সোলায়মান আহসানের 'কাগজ'।

মাওলা ব্রাদার্স গত সপ্তায় যেসব বই মেলায় এনেছে তার মধ্যে আছে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের, 'শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতাদের জয় হোক', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনাসমগ্র ৪, আব্দুস শাকুর লিখিত 'মহান স্রোতা', ড. নওয়াজেশ আহমেদের 'মহা অশ্বত্থের সন্ধানে'। নির্মলেন্দু গুণের 'হিটলারের পুনর্জন্ম', সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত 'জেন্ডার বিশ্বকোষ' (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), আনোয়ারা সৈয়দ হকের নারীর কোনো কথা নেই। ভুঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত 'শামসুর রাহমান : নির্জনতা থেকে জনারণ্যে', 'আনিসুজ্জামান সংবর্ধনা স্মারক, সৈয়দ শামসুল হকের 'বিশাল বাংলায়,' মুনতাসীর মামুনের 'ঢাকার স্মৃতি-৫, আনিসুল হকের '... এবং অন্ধকার', মহাদেব সাহার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। এছাড়াও মাওলা থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থও এবারের মেলায় এসেছে যেমন : জ্যাক লন্ডনের 'সমুদ্রের স্বাদ', অনূদিত ও সংকলিত বই 'শেক্সপিয়ারের বাণী', সাদাত হোসেন মান্টোর 'গল্পসমগ্র ১', কৃষণ চন্দরের 'আমি গাধা বলছি।' ইউপিএল মেলায় নিয়ে এসেছে শাহ এএমএস কিবরিয়ার 'পেছন ফিরে দেখা'।

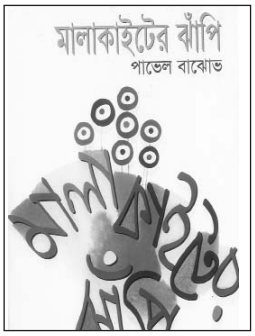

অবসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে গোলাম মুরশিদের 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি'। অনন্যা থেকে প্রকাশিত হয়েছে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের 'ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'। সময় থেকে মুনতাসীর মামুনের 'উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা ১৮৪৭-১৯০০'। অন্য প্রকাশ থেকে এবার প্রকাশিত হয়েছে তিনটি নাটক-' সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের প্রথম উপন্যাস 'আধখানা মানুষ', সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকার কবিতা সংখ্যা,

বাসায় বসে
বই/ডিভিডি পেতে চান?

বই মেলা লেখক মেলা

মারুফ রায়হান

বাংলা একাডেমীর একুশের বইমেলা মানেই লেখক-পাঠক-প্রকাশকদের মিলনমেলা। তবে পাঠক-প্রকাশক– এ দুটি পঙক্তির ভেতর বই ক্রয়সূত্রে বছরের অন্য সময় দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে বটে। কিন্তু একজন লেখকের সঙ্গে আরেকজন লেখকের, একজন কবির সঙ্গে অপর কথাশিল্পীর এমন অনানুষ্ঠানিক উৎসবমুখর পরিবেশে দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার তেমন সুযোগ নেই সারা বছর। বইমেলায় যেমন অনেক বইয়ের সন্ধান মেলে, তেমনি চোখ-কান খোলা রাখলে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সাহিত্যিকদের।

লেখকদের বসার জন্য একাডেমী কর্তৃপক্ষ 'লেখককুঞ্জ' নামে নির্দিষ্ট একটা জায়গার বরাদ্দ দিয়ে আসছে বেশ ক'বছর ধরে। আসলে বসার তেমন কোনো জায়গা নেই ওই লেখককুঞ্জে। এ বছর সেটা আবার মেলার ঝাঁকড়াচুলো বটগাছের তলায় সরিয়ে আনা হয়েছে। সেখানে বসার বন্দোবস্ত নেই। লেখকমাত্রই জানেন একাডেমী কর্তৃপক্ষ স্রেফ আলঙ্করিক অর্থেই মেলায় বরাদ্দ করেছেন লেখককুঞ্জ। লেখকদের উপেক্ষিত একটা জায়গায় বসানোর ইচ্ছা তাদের কেন হলো আল্লা মালুম। তবে সত্যি বলতে কি, লেখকরা আড্ডা জমানোর জন্য খোলা জায়গা পছন্দ করেন। আগে যখন একাডেমীর পূর্ব-দক্ষিণ কোণায় সারি সারি রেস্তোরাঁ বসতো, লেখকরা তখন সেখানে বসেই আড্ডা জমাতেন। এখন আসলে নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই, যেখানে বসে লেখকরা পরস্পরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন, আড্ডা জমাবেন। গত বছরও লিটল ম্যাগাজিন কর্নারে তরুণ লেখকরা জড়ো হতেন, প্রবীণরা এসেও দুদ-দাঁড়াতেন এখানে। এবার সেই জায়গাটাও সীমিত করে এনেছে কর্তৃপক্ষ, একেবারে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে এই অঞ্চলের। শুধু দোকান আর দোকান, একটু দাঁড়াবার জায়গা কোথায়? কোথায় সেই ফুলের বাগান! বইমেলার নান্দনিক সৌন্দর্য পাকাপাকিভাবে বিনষ্ট করে ভুঁইফোঁড় সব দোকানদারদের স্টল বসিয়ে লাভটা কী?

লেখকরা তাই কোনো কোনো প্রকাশকের স্টলে কিছুক্ষণ বসেন, চলতি পথে তাঁকে বা তাঁদের দেখে আরো দুয়েকজন গতি কমান। আলাপ হয় এভাবেই। আবার এক চিলতে চলার পথেও কোথাও বাঁশের গায়ে ঠেস দিয়ে জিরোন কোনো লেখক। তাঁকে ঘিরে তৈরি হয় একটা বৃত্ত, জমে সাময়িক আড্ডা। অবশ্য চ্যানেলঅলাদের ক্যামেরা টিমের আধিক্যে কোথাও বেশিক্ষণ নিষ্ক্রিয় দাঁড়ানোর উপায় নেই। হাজির হয়ে যায় তারা। কোনো কোনো লেখক ক্যামেরা দেখলে বিকর্ষণ বোধ করেন না, বরং উল্টো ঘটনা ঘটে– এমন উদাহরণ

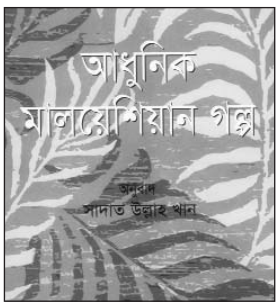

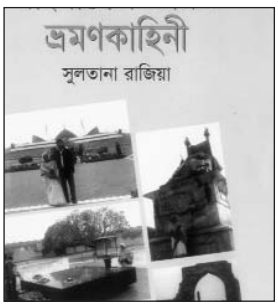

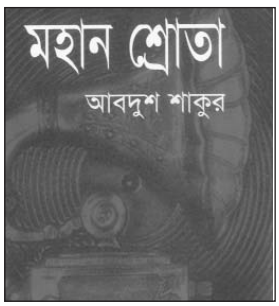

আনিসুল হকের উপন্যাস প্রিয়দর্শিনী, দুঃস্বপ্নের যাত্রী ও হাসির চার উপন্যাস এবং গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের 'ইন ইভিল্ আওয়ার'-এর অনুবাদ।

অনন্যা এনেছে শামসুর রাহমানের 'কবিতাসমগ্র-২', নির্মলেন্দু গুণের 'ভ্রমণ সমগ্র'। বইমেলার প্রথম সপ্তাহে সময় প্রকাশনী বাজারে এনেছে মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'রুহান রুহান', আনিসুল হকের উপন্যাস দুঃস্বপ্নের যাত্রী, কবীর চৌধুরীর দুটি অনুবাদ গ্রন্থ 'দুই নোবেল বিজয়ীর এক ডজন ছোটগল্প' ও দেশ-বিদেশের লোকগল্প, রাবেয়া খাতুনের স্মৃতিকথা 'ভূস্বর্গ সুইজারল্যান্ড'। এছাড়াও আনিসুল হকের চারটি উপন্যাস নিয়ে প্রকাশ করেছে হাসির চার উপন্যাস। সামনে বেরুবে সুমন্ত

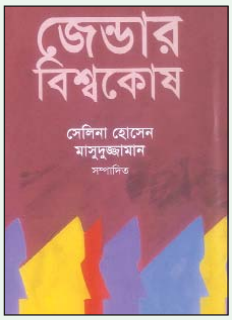

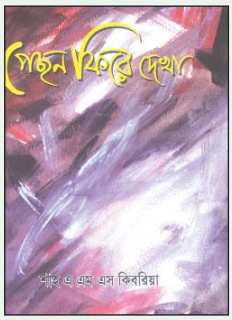

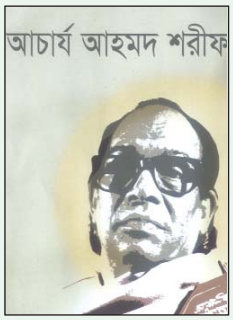

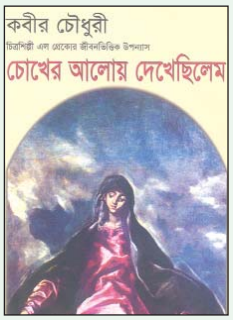

দেখলাম এক লেখিকাকে টিভি ক্যামেরাম্যানকে ডিরেকশন দিচ্ছেন। আরেক লেখিকা অন্য একটি ক্যামেরার সামনে কথা বলছেন। বইমলায় যে-সব সাংবাদিক আসেন রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য তাদের একটি বড় অংশ আবার লেখক। তারাও ফাঁক পেলে গল্পে শামিল হন। চার কবি সমুদ্র গুপ্ত, আবিদ আনোয়ার, কামাল চৌধুরী, ফরিদ নিশ্চয়ই মিলবে। যাই হোক, কয়েকটা দিন মেলায় গিয়েছি, দেখেছি তরুণ-প্রবীণ লেখকরা কিছু কিছু আসতে শুরু করেছেন। কবি নির্মলেন্দু গুণ ঘন ঘন স্টল বদলালেন দেখলাম। আসলে যে যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে কবির বই বেরিয়েছে তার প্রকাশকরা চান কবি আসন গ্রহণ করুন সে সে স্টলে। ভক্তরা কবির অটোগ্রাফসহ কাব্যগ্রন্থ/গদ্যের বই কেনার সুযোগ পান তাহলে। বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আসেন নিয়মিত, নতুন বইয়ের খোঁজ নেন। মঈনুল আহসান সাবেরকে তো আসতেই হয়, কারণ তিনি একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মালিক। বসেন নিয়মিত স্টলে, খুব একটা বেরোন না বাইরে। মেলার শুরুতেই তার তিন তিনটি বই চলে আসায় তিনি খুশি। সুশান্ত মজুমদার ও প্রণব ভট্ট সেদিন অনেকক্ষণ আড্ডা দিলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাওলা ব্রাদার্সের স্টলের সামনে। এই স্টলে মাওলার লেখক আবু করিম, মুনতাসীর মামুন, মশিউল আলম, জাফর আলম, মুহম্মদ জাহাঙ্গীরসহ অনেকেই আসেন। আনিসুল হক প্রায় প্রতিদিনই আসেন, চার-পাঁচটি বই বেরিয়েছে তার। মুহম্মদ জাফর ইকবাল বইমেলায় এলে অটোগ্রাফ শিকারি দল তাকে ঘিরে ধরে।

কবির বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলেন লিটল ম্যাগাজিন কর্নারে। এখানেই তরুণ লেখকদের সঙ্গে আসর জমান মেলার পয়লা দিন পশ্চিমবঙ্গের কবি উৎপল কুমার বসু। কবিতা উৎসব উপলক্ষে তার ঢাকায় আসা। 'নির্জনতা থেকে জনারণ্যে শামসুর রাহমান' বইটির মোড়ক উন্মোচন করতে এসেছিলেন ড. আনিসুজ্জামান, কবি তো ছিলেনই। আরো ছিলেন সেলিনা হোসেন, রশীদ হায়দার, প্রকাশক আহমেদ মাহমুদুল হক।

আকস্মিকভাবে মেলায় দেখা গেছে কথাশিল্পী শওকত আলীকে। আবু সালেহ, ইমতিয়ার শামীম, জাফর আহমেদ রাশেদ, মাসুদ হাসান, সরকার মাসুদ, শহিদুল ইসলাম রিপন, তুষার কবির, আহমাদ মোস্তফা কামাল, সৌমিত্র শেখর, মনি হায়দার– এরকম তরুণ-সিনিয়র লেখকরা আসছেন মেলায়। মনে হচ্ছে এ সপ্তাহে আরো অনেক লেখক আসবেন, আড্ডা জমাবেন।

বইমেলায় অনিয়মিতভাবে যারা আসছেন তাদের ভেতর আছেন; শাহনাজ মুন্নী, ব্রাত্য রাইসু, শাহীন রিজভি, শান্তা মারিয়া, জহির হাসান, মোস্তফা জামান, প্রদীপ মিত্র, ওবায়েদ আকাশ, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিন রায়হান প্রমুখ।

আসলামের উপন্যাস অগ্নি মানুষ, মনি হায়দারের ঘুঙুর, সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত রুবাইয়াৎ-এর খৈয়াম, হাসান হাফিজুর রহমানের প্রেমের কবিতাসমগ্র, ড. একেএম ইয়াকুব আলীর ইতিহাস গ্রন্থ 'মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা,' বুলবুল ওসমানের প্রবন্ধগ্রন্থ নন্দনতত্ত্বের গোড়ার কথা, শাহরিয়ার কবির, আলী ইমাম ও ফরিদুর রেজা সাগরের কিশোরসমগ্র, শওকত ওসমানের 'রাহনামা'।

বইমেলায় মনি হায়দারের বই বেরিয়েছে ৬টি। ঐতিহ্য থেকে এসেছে ষোলটি গল্পের অনবদ্য বই 'থৈ থৈ নোনাজল।' পার্ল পাবলিকেশন্স বের করেছে রোমান্টিক উপন্যাস 'সারা রাত'। সময় প্রকাশন এনেছে নিরীক্ষায় পূর্ণ অন্য রকম উপন্যাস 'ঘুঙুর'। কিশোর উপন্যাস ক্রিকেট নিয়ে টানটান উত্তেজনায় ভরা 'অলরাউন্ডার' এনেছে মনন প্রকাশন। ছয়টি গল্প নিয়ে মৃদুল প্রকাশন এনেছে গল্পের বই 'লাল ঘুড়ি ও রাজকন্যে', সাহিত্য বিলাস এনেছে হ্যালোঘুম'।

জাগৃতি প্রকাশনী প্রকাশ করেছে আলী মাহমেদ-এর ফ্রিডম, ধনিরাম বড়ুয়ার অন্ত ও টিমির গল্প, আর্নেস্ট হেমিংওয়ের গ্রিন হিলস অব আফ্রিকা, আসমা ওসমানের বিখ্যাতদের সত্যি জোকস, রাতুল কৃষ্ণ হালদারের শিকারী, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'দ্য রোড ম্যান টু পিস বাট নো হোয়ার টু গো।'

এছাড়াও মেলায় এসেছে ড. আহমদ শরীফের 'প্রত্যয় ও প্রত্যাশা', ইমদাদুল হক মিলনের 'আয়না তোমার সঙ্গে,' অপরবেলা, সৈয়দ শামসুল হকের অনুবাদে 'শেক্সপিয়ারের তিনটি নাটক'। মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'মহব্বত আলীর একদিন,' পার্ল পাবলিকেশন্স মেলায় এনেছে আনিসুল হকের 'রম্যঅরম্য,' তিনি এবং একটি মেয়ে। মৃদুল প্রকাশনী প্রকাশ করেছে কাওসার রহমানের 'বাংলাদেশের অর্থনীতি : সংকট, সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধি'।

একুশে বই মেলায় নতুন বই

জাকারিয়া স্বপনের

বিজ্ঞান কল্পকাহিনী (ঐতিহ্য প্রকাশনী)

আকতানিন

একজন অদৃশ্য মানবীর কাহিনী

বই নিয়ে প্রেমের গল্প (সময় প্রকাশন)

চলো বিয়ে করে ফেলি